দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৪

28

৬৪

শিক্ষকদের কাছে যা প্রত্যাশিত

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বহিষ্কার ও শিক্ষক নির্যাতন বিষয়ক ঘটনায় গোটা দেশ আলোড়িত হয়েছে। বিভিন্ন মহলের আলাপ-আলোচনা থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, পরবর্তীতে সে কোর্ট থেকে বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালে পুনরায় তাকে ভিন্ন ইস্যুতে বহিষ্কার করা হয়। বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে বিধায় এ সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। আমি প্রচলিত কোন রাজনৈতিক দলের অন্ধভক্ত বা সমর্থক নেই। কিন্তু, চরিত্রবান প্রার্থীকে সর্বদা ভোট দেয়ার চেষ্টা করি। দেশের একাধিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ আমি পেয়েছি। ফলে ব্যক্তিগতভাবে বা বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষকদের সম্পর্কে আমার যে ধারণা তা কিন্তু দেশের অন্যান্য পেশা-জীবীদের থেকে ভিন্ন কিছুই নয় বরং কিছুটা খারাপ। তার দুই-একটা উদাহরণ দেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষ-কের ভুয়া পিএইচডি আবিষ্কার হয়েছে সম্প্রতি। এবং তিনি এতকাল উচ্চ পদেই ছিলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিকে প্রহারের জন্য একজন শিক্ষক বরখাস্ত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ভিসি ও কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ টাকার বই কেনার টাকা গায়েবের মামলা চলছে, রাজশাহী বিআইটিতে পাঁচ লাখ টাকার মারকারী ব্লাব কেনার টাকায় ইন্ডিয়ান অতি কম দামের বাল্ব ক্রয় করায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে একজন শিক্ষক তার ১টি বিষয়ে ফাইনাল ইয়ারের প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেল ঘোষণা করেন, যার মধ্যে কলেজের ভিপি জিএসও ছিল। পরে তিনি বদলী হলে সকল ছাত্র-ছাত্রীই পাস করে। বিআইটির জনৈক শিক্ষক তার ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হলে একমাস পরের পরীক্ষায় সে উক্ত স্যারের বিষয়ে ফেল করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে তার জীবন রক্ষা হয় এবং এখন সে দেশের বরেণ্য একজন ব্যক্তির ঘরণী। উল্লেখ্য, সে ইতিপূর্বে কখনও ফেল করেনি। অন্য একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকার সমকামী আচরণের জন্য মেয়েদের হলে তার বিরুদ্ধে মিছিল পর্যন্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও বিদেশে অবস্থান করে গরীব দেশটির বিশাল ক্ষতিসাধন করছেন। একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও ডিগ্রী, অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার ফলাফল সময়মত বের হয় না ভিসি হওয়ার জন্য শিক্ষকরা যেরকম প্রাণান্তর চেষ্টা ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন তা দেখলে অতিশয় করুণা হয়। ভিসি পাল্টা-নোর সাথে সাথে সকল গদিই পাল্টে যায়। অথচ সকলেই পরস্পরের সহকর্মী। তাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যতই দাবী করুন না কেন, আমরা বলি শিক্ষক-সমাজ এখন আর ষাটের শিক্ষ-কের মতো নন। শিক্ষক-ছাত্রকে শিক্ষা দেবেন। অথচ ছাত্র বহিষ্কার করা হচ্ছে পরীক্ষা চলাকালীন। সামান্য দেরি করা যেত না? যদিও আমি হামলা করা সমর্থন করি না এবং এর নিন্দা জানাই, তবুও শিক্ষক-দের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের যে অজস্র অভিযোগ তার বিচার কোথায় হবে? কিছু বললেই ডিসিপ্লিন কমিটি ২-৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যা-লয়ে দোকানে নকল ডেটল বিক্রি নিয়ে প্রতিবাদ করায় ছাত্র বহিষ্কার হয় যা পরে হাইকোর্টে বাতিল হয়ে যায়। এইতো পরিস্থিতি। বর্তমান শিক্ষকদের সম্পর্কে ভাল বলতে পারবেন সেসব ছাত্র-ছাত্রী যারা ৩য় বর্ষ পর্যন্ত ১ম শ্রেণী পেয়েও ভাইভাতে অতিশয় কম নম্বর পেয়ে ২-৩ নম্বরের জন্য ২য় শ্রেণী পায় স্যারের মনমতো রাজনৈতিক দল না করায় এবং পরে মাষ্টার্স সম্পন্ন করার জন্য রাগে-দুঃখে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করে। সকল নিয়োগ নিরপেক্ষ হয়।

-কাজী আজিজ উল্লাহ
বেজপাড়া, যশোর।

জনমত

শিক্ষকই যে একই রকম তা নয়। অনেকে আছেন পিতৃতুল্য। তাদের তুলনা তারাই। কিন্তু বাকিদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তা যদি বিচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন অন্যান্য পেশাজীবী সমন্বয়ে প্রেসকাউন্সিলের মতো নিরপেক্ষ কোন বডি তৈরী করতেন তাহলে শত শত ছাত্র-ছাত্রী প্রাণে বেঁচে যেতো। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে বিনীত আবেদন, এমন একটা সিস্টেম দাঁড় করানো হোক যাতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী সকলের নিরাপত্তা, স্বার্থ ও সুবিধার নিশ্চয়তা থাকে এবং নতুন লেকচারার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী